যুগান্তর

তারিখ 05 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

দৃষ্টিপাত

শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবির আন্দোলনে ছাত্রলীগ কেন চড়াও হল?

২ ফেব্রুয়ারি দেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। তাদের অপরাধ ছিল— তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নতুন আরোপিত বর্ধিত ফি বাতিল ও সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোর্স বলে পরিচিত) বন্ধের দাবিতে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিল। তাদের আন্দোলন ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক ও ন্যায্য। ন্যায্য দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনা করা, তাতে অংশ নেয়া এবং স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের, অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। এ অধিকার সংবিধান আমাদের দিয়েছে। তারপরও কেন এ বর্বরোচিত হামলার শিকার হতে হল সাধারণ শিক্ষার্থীদের— এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ভর্তি ফি, সনদপত্র উত্তোলনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্ধিত ফির হার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বের ফির তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিগুণ থেকে পাঁচগুণ; অর্থাৎ আগে যদি ফি বাবদ খরচ হতো এক হাজার টাকা এখন প্রস্তাবিত ফি বাস্তবায়ন হলে একজন সাধারণ শিক্ষার্থীকে গুনতে হবে দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আগত। পরিবার থেকে লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় খরচের জোগান দেয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীরা হয় টিউশনি, না হয় খণ্ডকালীন কোনো চাকরি করে তাদের শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নতুন প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়বে। এমনকি অনেকের শিক্ষাজীবন মাঝপথে এসে থেমে যাবে। অতএব বলতেই হবে শিক্ষার্থীরা যে দাবিতে আন্দোলন করছিল তা ছিল যৌক্তিক, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের আরেকটি বিষয় ছিল সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স বন্ধের দাবি। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সান্ধ্যকালীন কোর্স যে ব্যাঙের ছাতার মতো বিস্তার লাভ করছে, তা কমবেশি সবাই অবগত। জানা যায়, সান্ধ্যকালীন কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করতে পারেন। বিষয়টা এ রকম যে, সরছি সরকারি চাকরি, তারপর আবার মোটা অঙ্কের উপরি আয়— বেশ ভালোই তো! এতে শিক্ষকদের পোয়াবারো হলেও লেখাপড়ার বারোটা বাজে শিক্ষার্থীদের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যেসব বিভাগে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু আছে, সেসব বিভাগে ঠিকমতো ক্লাস ও পরীক্ষা হয় না। সান্ধ্যকালীন কোর্সের শিক্ষার্থীদের পুরো পড়া গিলে খাওয়ালেও বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের ভাসা ভাসা জ্ঞান প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকেন শিক্ষকরা। তাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই সান্ধ্যকালীন কোর্স বন্ধ হওয়া উচিত। অতএব, এ দাবিতে আন্দোলন করাও যৌক্তিক। তাহলে কেন শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবির এ আন্দোলনে ছাত্রলীগ তাদের ওপর চড়াও হল? পুলিশই বা কেন তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালাল। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ছাত্রলীগের বক্তব্য— 'সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে শিবির ঢুকে আন্দোলনের মোড় অন্যদিকে নেয়ার চেষ্টা করছিল। তাই তাদের পরিয়ে দেয়া হয়েছে।' ছাত্রলীগের এ বক্তব্য কতটা যৌক্তিক? এ হামলায় যারা গুলিবিদ্ধ ও আহত হয়েছে, তাদের সবাই কি শিবির কর্মী, না তাদের ভেতর সাধারণ শিক্ষার্থীরাও ছিল। অন্যদিকে রাজশাহী পুলিশের পূর্ব জোনের কমিশনার প্রণয় চিসিম সাংবাদিকদের বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশেই আমরা অ্যাকশনে গেছি।' তাই যদি হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর কী জবাব দেবেন? এর দায় কি তারা কোনোভাবে এড়াতে পারেন? আমরা হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী। অনেক স্বপ্ন নিয়ে এখানে লেখাপড়া করতে এসেছি। আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল পর্যায়ে থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, যার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের রঙিন স্বপ্ন মলিন হয়ে যায়। ম্লান হয়ে যায় আমাদের পিতামাতার প্রত্যাশা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা আপনাদের মতো দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে আরও অনেক সুন্দর কিছু প্রত্যাশা করি। একই সঙ্গে দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের একটা বিষয় সব সময় মনে রাখতে হবে, দাবি আদায়ের জন্য অহিংস আন্দোলন যেন সহিংসতায় রূপ না নেয়। কারণ সংবিধান যেমন আমাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে, তেমনি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকার কথাও সংবিধানে বলা আছে। কাজেই কোনো কাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক ভেবেই আমাদের কাজ করতে হবে।

সাইফুল ইসলাম রাজ
saifuliu08@gmail.com